শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (হাই স্কুল)
বিষয় : ইতিহাস
শ্রেণি : ষষ্ঠ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ
উপএকক : ধর্মব্যবস্থার বিবর্তন - নব্য ধর্মান্দোলন - বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম

ASSIGNMENT

পৃথিবীর বুকে ধর্মের ক্ষেত্রে যখনই নানা দুর্নীতি, অনাচার প্রবেশ করেছে তখনই বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মানুষের নেতৃত্বে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং বহু নতুন ধর্মমতের উত্থান ঘটেছে। ঠিক একই ভাবে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে নব্যধর্ম আন্দোলন বা প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং বৌদ্ধ, জৈন ধর্মসহ প্রায় ৬৩ টি প্রতিবাদী ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। আজকে আমরা এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব।
আলোচ্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : -

: নব্যধর্ম আন্দোলন :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে (বৈদিক যুগের শেষ দিকে) বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা দুর্নীতি যেমন ব্যয়বহুল আচার অনুষ্ঠান সর্বস্বতা, যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতদের একাধিপত্য, জটিল দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তনের ফলে বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের নেতৃত্বে যে নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটে তাই প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন বা নব্য ধর্ম আন্দোলন নামে পরিচিত। প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট দুটি নতুন ধর্মমত হল বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম।

: জৈন ধর্ম :

প্রচারক : জৈন ধমের প্রধান প্রচারক তীর্থঙ্কর (মুক্তির পথ নির্মাতা)। জৈন ধর্মে মোট ২৪ জন তীর্থঙ্কর। প্রথম তীর্থঙ্কর - ঋষভদেব। শেষের দুইজন তীর্থঙ্কর - পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীর। প্রধান প্রচারক - বর্ধমান মহাবীর।

জন্ম ও বংশ : ৫৪০ খ্রিঃ পূঃ বৈশালীর উপকণ্ঠে জ্ঞার্তৃক নামক ক্ষত্রিয় বংশে। পিতা - সিদ্ধার্থ, মাতা - ত্রিশলা।

দিব্যজ্ঞান লাভ : ৩০ বছর বয়সে 'সন্ন্যাস' গ্রহণ করেন। কঠোর তপস্যার পর তিনি কৈবল্য বা সর্বজ্ঞ, 'জিন বা জিতেন্দ্রিয়' হন।

ধর্ম প্রচার : দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে অঙ্গ, মগধ, কোশল, চম্পা প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করেন।

জৈন ধর্মমত :
(ক) পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত 'অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অপরিগ্রহ' এই চারটি নীতি চতুর্যাম নামে পরিচিত।
(খ) চতুর্যামের সঙ্গে 'ব্রহ্মচর্য' আদর্শ যুক্ত করে মহাবীর পঞ্চমহাব্রত প্রচার করেন।
(গ) জৈন ধর্ম কঠোর কৃচ্ছসাধন ও অহিংসায় এবং জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী।
(ঘ) জৈন ধর্ম জড়ের মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।
(ঙ) জৈন ধর্মে ত্রিরত্ন - সৎ বিশ্বাস, সৎ আচরণ ও সৎ জ্ঞান।

দেহত্যাগ : ৪৬৮ খ্রিঃ পূঃ রাজগৃহের পাবানগরীতে ৭২ বছর বয়সে মহাবীর দেহত্যাগ করেন।

ধর্মগ্রন্থ : দ্বাদশ অঙ্গ।

: বৌদ্ধ ধর্ম :

প্রবর্তক : প্রথম প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ (বাল্যনাম - সিদ্ধার্থ)

জন্ম ও বংশ : ৫৬৬ খ্রিঃ পূঃ নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুর 'লুম্বিনী' উদ্যানে শাক্য নামক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ। পিতা - কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোধন, মাতা - মায়াদেবী।

দিব্যজ্ঞান লাভ : ২৯ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে ছয় বছর তপস্যা করার পর সিদ্ধার্থ 'বোধি' বা 'জ্ঞান' লাভ করে বুদ্ধ (মহাজ্ঞানী) হন।

ধর্ম প্রচার : বারানসীর কাছে সারনাতে প্রথম ধর্মপ্রচার 'ধর্মচক্র প্রবর্তন'।

বৌদ্ধ ধর্মমত :
(ক) বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্যের কথা বলেন - (১) জগৎ দুঃখময়, (২) দুঃখের কারণ আছে, (৩) দুঃখ নিবারণ সম্ভব, (৪) দুঃখ নিবারণের উপায় আছে।
(খ) দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায়রূপে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেন (১) সৎ বাক্য, (২) সৎ কর্ম, (৩) সৎ চেষ্টা, (৪) সৎ জীবিকা, (৫) সৎ সংকল্প, (৬) সৎ চিন্তা, (৭) সৎ দৃষ্টি, (৮) সৎ সমাধি।
(গ) বুদ্ধের মতে, জন্ম মৃত্যুর বন্ধন ও দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করাই হল 'নির্বাণ'।
(ঘ) বুদ্ধ 'নির্বাণ' লাভের জন্য অতিরিক্ত ভোগবিলাস ও চরম কৃচ্ছসাধন - এই উভয়ের 'মধ্যবর্তী পথ' বা 'মঝ্ঝিম পন্থা'র কথা বলেন।
(ঙ) বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিরত্ন - বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘ।
(চ) বৌদ্ধ ধর্ম জন্মান্তর ও কর্মফলবাদে বিশ্বাসী কিন্তু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়।
দেহত্যাগ : বুদ্ধদেব ৪৮৬ খ্রিঃ পূঃ ৮০ বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

ধর্মের বিস্তার : বৌদ্ধ ধর্ম শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করে।

ধর্মগ্রন্থ : ত্রিপিটক (সূত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম)।

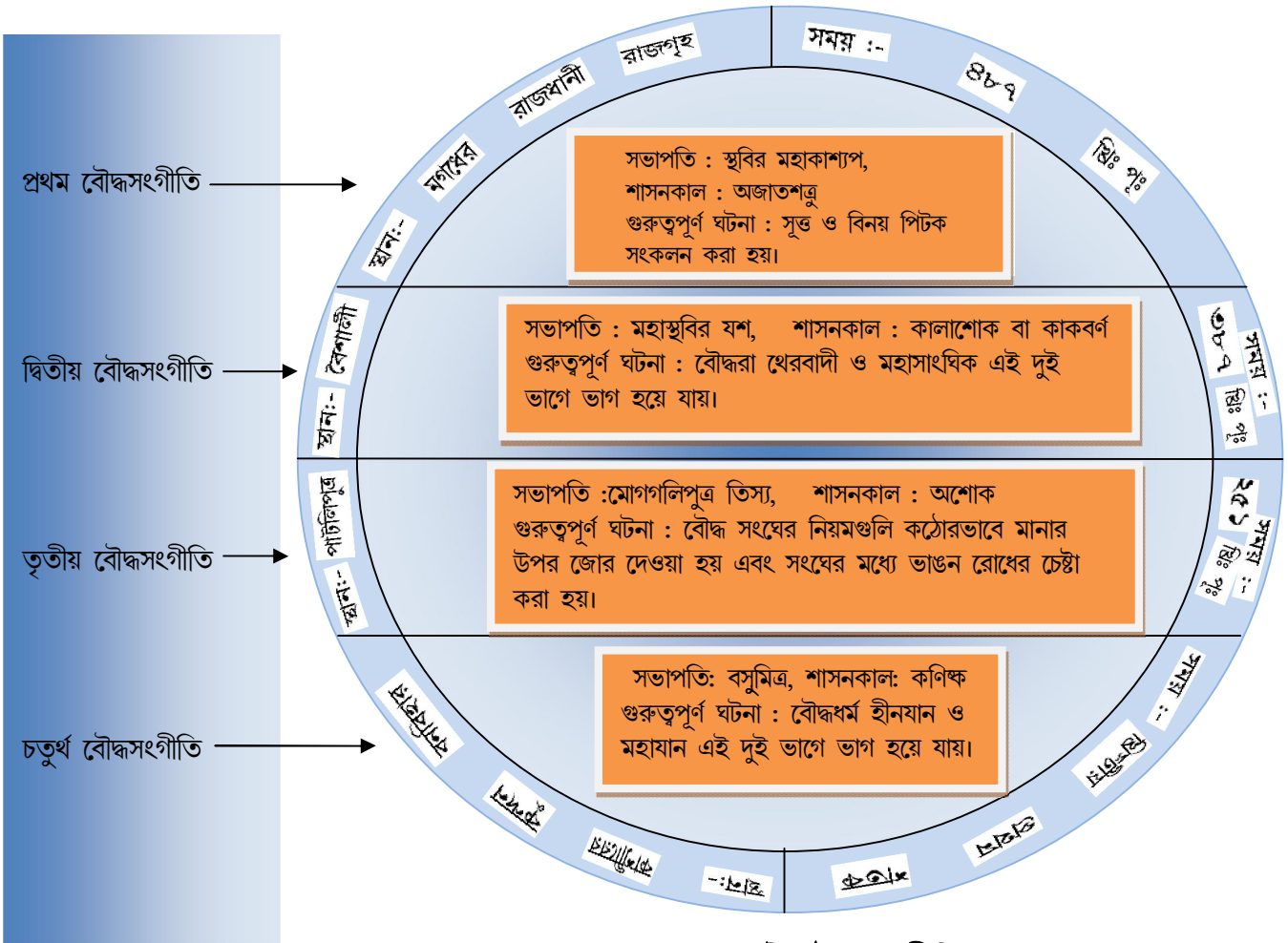

একনজরে চারটি বৌদ্ধ সংগীতি

WORK SHEET

(ক) অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ১)

১. জৈন ধর্মের শেষ প্রচারক কে ছিলেন ?
২. শেষ জীবনে জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন ---------। (শূন্যস্থান পূরণ করো)
৩. জৈন সাধুদের ধনসম্পদ ত্যাগ করাকে কী বলে ?
৪. জৈন ধর্মে মহাব্রতের সংখ্যা কয়টি ?
৫. চতুর্যামের আদর্শ কে প্রচার করেন ?
৬. গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের ঘটনা কী নামে পরিচিত ?
৭. কত বছর সাধনার পর সিদ্ধার্থ 'বোধি' লাভ করেন ?
৮. গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয় কোথায় ?
৯. গৌতম বুদ্ধের দেহত্যাগের ঘটনা কী নামে পরিচিত ?
১০. তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি কার শাসনকালে আহূত হয় ?
১১. প্রথম বৌদ্ধ সংগীতির সভাপতি ছিলেন কে ?
১২. চতুরার্যসত্য কোন ধর্মের আদর্শ ?

উত্তর সংকেত
(নিজেরা উত্তর খুঁজে বের করো।)
৫
মহাপরিনির্বাণ
৬
অশোক
বৌদ্ধ
অপরিগ্রহ
স্থবির মহাকাশ্যপ
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
পার্শ্বনাথ
মহাভিনিষ্ক্রমণ
বর্ধমান মহাবীর
কুশীনগর

(খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ২)

১. প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চেয়ে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম মানুষের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কেন ?
উঃ- প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যয়বহুল আচার অনুষ্ঠান সর্বস্বতা, যাগযজ্ঞ, পশুবলি, জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতদের একাধিপত্য, জটিল দার্শনিক তত্ত্বের পরিবর্তে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারকদের সহজ সরল ধর্মের উপদেশ, সামজিক সাম্য, মৈত্রেয়ী ও অহিংসার আদর্শ এই সকল ধর্ম গুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল।

২. বৌদ্ধ সংগীতি কী ? চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি গুরুত্বপূর্ণ কেন ?
৩. জাতকের গল্প বলতে কী বোঝ ?
৪. পঞ্চমহাব্রত বলতে কী বোঝ ?
৫. দ্বাদশ অঙ্গ কী ? এরূপ নামকরণের কারণ কী ?

(গ) বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান - ৪)

১. চার্বাক ও আজীবিক সম্প্রদায় বলতে কী বোঝ ?
২. পার্থক্য লেখো - হীনযান ও মহাযান
৩. টীকা লেখো - ত্রিপিটক।
৪. পার্থক্য লেখো - দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর

৪. উঃ-

বিষয়	দিগম্বর	শ্বেতাম্বর
প্রবর্তক ও আদর্শ	জৈন ধর্মের প্রচারক ও কঠোর কৃচ্ছসাধনে বিশ্বাসী মহাবীর জৈনদের কোনো পোশাক না পরার কথা বলেন।	জৈন ধর্মের অন্যতম (২৩ তম) তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ জৈনদের শ্বেতবস্ত্র পরিধানের আর্দশে বিশ্বাসী ছিলেন।
নেতৃত্ব	মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনরা দুটি ভাগে বিভকত হয়ে যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের শেষদিকে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে সকল জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং মহাবীরের আদর্শ অনুযায়ী পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করেন তারাই দিগম্বর নামে পরিচিত হন।	দুর্ভিক্ষের সময় যে সকল জৈন সন্ন্যাসী স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে থেকে যান এবং পার্শ্বনাথের আর্দশ অনুযায়ী শ্বেতবস্ত্র ব্যবহার করতে থাকেন, তারাই শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হন।
ধর্মপ্রচারের স্থান	দিগম্বররা দাক্ষিণ্যত্যে মহাবীরের উপদেশাবলী প্রচার করে এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলেন।	শ্বেতাম্বররা স্থূলভদ্রের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে মহাবীরের ধর্মীয় বাণী প্রচার করে এই ধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

* যদিও জৈন ধর্মের মূলনীতিগুলি ক্ষেত্রে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

(ঘ) রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৮)

১. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নব্য ধর্মান্দোলনের কারণ কী ছিল, বলে তুমি মনে করো ?

২. বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুমি লক্ষ্য করেছো ?

*** [অধ্যায়টি বুঝতে কোনো অসুবিধা হলে comment box করে নিজের নাম, শ্রেণি, বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা ও ফোন নম্বরসহ লিখে পাঠাও। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফোনের মাধ্যমে সরাসরি তোমাদের সাথে যোগাযোগ করা হবে।]